Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January-June 2023 4(1), 4332–4336

# MANASI: A JOURNEY THROUGH POETRY (1294-1297)

## মানসী কাব্য পরিক্রমা: ১২৯৪-১২৯৭

Dr. Sudipta Sau [1]

[1] Assistant Professor, Nagar College, Murshidabad

**Corresponding Author**
Dr. Sudipta Sau,
sudiptasau.bengali@gmail.com

**DOI**
10.29121/shodhkosh.v4.i1.2023.5302

**Funding:** This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

**Copyright:** © 2023 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

## ABSTRACT

**English:** In the research paper under discussion, Rabindranath Tagore's poetry collection 'Manasi' is explored. Specifically, this study delves into the poet's inner world and the thematic diversity of his poems over a period of roughly three years. It seeks to determine whether there is a central theme in the Manasi collection. Did, as Pramatha Chaudhuri suggested, feelings of 'despair' and 'resignation' emerge strongly throughout these poems? Research has been conducted to address questions like these. Preliminary investigation suggests that Manasi does not possess a singular central tone. Rather, the poet expresses various feelings toward different events, yet this immediacy does not undermine the unity or lyricism of the poetry. Alongside the artistic success of the poems, one can glimpse hints of the poet's inner turbulence. These aspects—investigation, evidence, and conclusions—will be systematically examined in this research paper.

**Bengali:** আলোচ্য গবেষণাপত্রে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ 'মানসী' অন্বেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে, এই গবেষণাটি প্রায় তিন বছর ধরে কবির অভ্যন্তরীণ জগৎ এবং তাঁর কবিতার বিষয়গত বৈচিত্র্যের গভীরে অনুসন্ধান করে। এটি নির্ধারণ করার চেষ্টা করে যে মানসী সংকলনে কোনও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু রয়েছে কিনা। প্রমথ চৌধুরীর পরামর্শ অনুসারে, এই কবিতাগুলিতে কি 'হতাশা' এবং 'পদত্যাগ'-এর অনুভূতি জোরালোভাবে ফুটে উঠেছে? এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে যে মানসীর একক কেন্দ্রীয় সুর নেই। বরং, কবি বিভিন্ন ঘটনার প্রতি বিভিন্ন অনুভূতি প্রকাশ করেন, তবুও এই তাৎক্ষণিকতা কবিতার ঐক্য বা গীতিকবিতাকে ক্ষুণ্ন করে না। কবিতাগুলির শৈল্পিক সাফল্যের পাশাপাশি, কবির অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই দিকগুলি - তদন্ত, প্রমাণ এবং উপসংহার - এই গবেষণাপত্রে পদ্ধতিগতভাবে পরীক্ষা করা হবে।

**Keywords:** Lyric poetry, Meter, Imagery, Romanticism, Voyage to England, Darwinism, Despair, Resignation, গীতিকবিতা, ছন্দ, চিত্রকল্প, রোমান্টিসিজম, বিলেত ভ্রমণ, ডারউইনিজম

## 1. ভূমিকা (INTRODUCTION)

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্য গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্পষ্ট করে বললে আলোচ্য কাব্য গ্রন্থে ১২৯৪ সালের বৈশাখ থেকে ১২৯৭ সালের কার্তিক মাস পর্যন্ত প্রায় তিন বছর সময়কালের( আখ্যা পত্র অনুসাসারে মানসীর প্রথম প্রকাশ ১০ই পৌষ ১২৯৭, মুদ্রক ও প্রকাশক কালিদাস চক্রবর্তী) কবির মনোজগৎ এবং কবিতাগুলির বিষয় বৈচিত্র্যের স্বরূপ অনুসন্ধান এবং সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এর অধিকাংশ কবিতা গাজীপুরে লেখা তবে এই কাল পর্বে দুই থেকে আড়াই মাস কবি বিলেতে ছিলেন। বিলেতে থাকাকালীন যে সমস্ত কবিতা রচনা করে ছিলেন তার মধ্যে চারটি কবিতা মানসীর সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রন্থভুক্ত হওয়ার আগে মানসীর ১০টি কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ যৌবনে মানসীর কবিতাগুলি লেখা। 'মালতী পুঁথি', 'কবি কাহিনী', 'সন্ধ্যা সংগীত', 'প্রভাত সংগীত', 'কড়ি ও কোমল' থেকে রবীন্দ্র কাব্য ধারায় মানসীর একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে। কারণ মানসীর কবিতাগুলির মধ্যে প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার ধারাবাহিক শক্তিশালী ও শৈল্পিক প্রকাশ দেখা যায়। সেকারণে রবীন্দ্র সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার উন্মেষ স্থল হিসেবে মানসী কাব্যগ্রন্থ চিহ্নিত করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মানসীর আলোচনার প্রশ্নে একই কথা বলেছেন। তিনি মানসীর ভূমিকায় বলেছেন "পূর্ববর্তী 'কড়ি ও কোমলের' সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বে যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নতুন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসীতে ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবি সঙ্গে একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১, ৩৩০)। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী প্রকাশের জন্য ২৮.০২.১৯৪০ সালে মানসীর এই ভূমিকা লিখেছেন। উল্লেখ্য 'মানসী'র প্রথম সাল তারিখের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। এটা রবীন্দ্রনাথের সচেতনতাকে প্রমাণ করে। সঞ্চয়িতার ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথের তরফ থেকে একই কথার

সমর্থন পাওয়া যাবে। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা চিঠিতে একই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। কবি সেখানে বলেছেন 'মানসীতে যাকে আমি খাড়া করেছি সে মানসেই আছে- সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?' অতএব এই মন্তব্যটি রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কবি সত্ত্বার মূল্যায়ন হিসেবে গ্রহণ করা হল। এর পূর্বে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সার্থক গীতি কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু মানসীর কবিতায় শুধু বিষয় বৈচিত্র্য বা ছন্দের অভিনব প্রয়োগ নয় সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রব্য কল্পনা ও অমোঘ চিত্রকল্পের সুনিপুণ ব্যবহার। এই গবেষণা সন্দর্ভে দেখানো হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মতো মানসীর কবিতাগুলির মধ্যে কোন কেন্দ্রীয় ভাব ফুটে ওঠেনি। যদিও প্রমথ চৌধুরীর মতো সমালোচক এই কাব্য গ্রন্থে কেন্দ্রীয় ভাব খুঁজে পেয়েছেন এবং সেবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন আছে। এই মতকে আলোচ্য সন্দর্ভে খণ্ডন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মানসী কাব্য গ্রন্থে একাধারে রোম্যান্টিক ও মিস্টিক। অন্যদিকে ভারতীয় ধ্রুপদী সংস্কৃত কাব্যপাঠের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে পাশ্চাত্যের রোম্যান্টিক কবিদের কাব্য পাঠের অভিজ্ঞতা।

## 2. গবেষণা প্রশ্ন (RESEARCH QUESTIONS)

মানসী কাব্য গ্রন্থে সত্যই কী কোন কেন্দ্রীয় মনোভাব আছে? প্রমথ চৌধুরী কথিত মানসী কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কী 'despair' এবং 'resignation'এর ভাব প্রবল হয়ে উঠেছে? (চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, ১৫০-১৫১) এজাতীয় প্রশ্নের ওপর গবেষণা চালানো হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে বোঝা যায় মানসী কাব্য গ্রন্থে বিশেষ কেন্দ্রীয় সুর নেই। বরঞ্চ কবি মানসের সংস্পর্শে আসা বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই তাৎক্ষনিকতা গীতিকাব্যের চরিত্র বা সংহতিকে বিনষ্ট করেনি। কবিতার শিল্পকলার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে কবি মানসের অস্থিরতার একটা আভাস পাওয়া যায়। এই বিষয়গুলি গবেষণা সন্দর্ভে অনুসন্ধান, প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত করা হবে।

## 3. গবেষণা পদ্ধতি (RESEARCH METHODOLOGY)

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে প্রথাগত পদ্ধতি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা গেছে। কারণ প্রচলিত প্রকরণের মধ্যে দিয়ে গবেষণার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ হবে না। সেকারণে কিছু যুক্তি গ্রাহ্য পথে অনুসন্ধান করতে হয়েছে। গবেষণার মূল পদ্ধতি গুণগত (Qualetitive)। প্রাথমিক ভাবে মানসী, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, রবীন্দ্র কবিতার সমালোচনা বিষয়ক বই সমূহের ওপর একটি গ্রন্থ সমীক্ষা (Litarary Servy) চালানো হয়েছে। গ্রন্থ সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা কাব্য, কবিতার সমালোচনা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র সহ যাবতীয় রচনাকে প্রাথমিক নিদর্শ অথবা তথ্যসূত্র (Primary Reference) হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্য সমালোচকদের মানসী বা রবীন্দ্র কাব্য সংক্রান্ত লেখা প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, জীবনী, গবেষণা সন্দর্ভকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নিদর্শ অথবা তথ্যসূত্র (Secondary Referance) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যগুলির যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ করে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সমালোচনার প্রচলিত রীতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

## 4. বিশ্লেষণ (ANALYSIS)

মানসী পর্বে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আত্মশক্তির অনুভব করেছেন যদিও তিনি কিঞ্চিৎ শ্লেষের ছলে বলেছেন 'নিছক পয়লা শ্রেণীর প্রেমের আদর্শ'। প্রকাশের অন্তরের প্রবল তাগিদের সঙ্গে কবি খুঁজে পাচ্ছেন উপযুক্ত প্রকাশ রীতি। 'সঞ্চয়িতা'(১৯৩১) সংকলনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকি বইগুলির কবিতায় ভাল মন্দ মাঝারি ভেদ আছে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।' বিশ্ব জগতের বিচিত্র ভাবরাশি, নৈর্ব্যক্তিক প্রেম, পূর্ববর্তী কাব্যের মতো আইডিয়াল এবং রিয়েলের দ্বন্দ্ব মানসীর কবিতাগুলির মধ্যে বাণী রূপ লাভ করেছে। এবিষয় রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহ তেমনি তাঁর সকল সমালোচক সহমত প্রকাশ করেছেন। কবিতা শুধু রসোত্তীর্ণ হলে চলবে না সেই সঙ্গে শিল্পোত্তীর্ণ হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ মানসী পর্বে এসে এই কাজটি সফল ভাবে করেছেন। সেই সঙ্গে একথা বলা চলে যে গুন থাকলে বাক্য কাব্যে পরিণত হয় বা রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে সেই গুণ মানসীতে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। এই স্বতঃসিদ্ধান্ত থেকে বিশ্লেষণ এবং সন্দর্ভের অনুসন্ধান শুরু হবে। কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু মানসীকে সমস্ত রবীন্দ্র কাব্য সাধনার অনুবিশ্ব বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মানসীর কবিতা সম্পর্কে যে সচেতন ও যত্নবান ছিলেন তা বোঝা যায় 'উপহার'নামক কবিতার মধ্যে দিয়ে। তিনি লিখেছেন 'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে,তাহে ভালোবাসা দিয়ে/গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা'। এই বিশ্বের বিচিত্র অনুভূতি যা কবির চিত্তকে আলোড়িত করেছে সেই অনুভূতি মালা দিয়ে গড়ে উঠেছে মানসী। মানসী কাব্যে রবীন্দ্রনাথ সীমার মাঝে অসীমের যে বানীকে উপলব্ধি করেছেন তাকেই ছন্দে ভাষায় রূপ দিয়েছেন। এই 'উপহার' শীর্ষক কবিতাটির মধ্যে দিয়ে কাব্যগ্রন্থের মূল সুরটি ধ্বনিত হয়েছে। কবি হৃদয়ের একদিকে অসীমের উপলব্ধি অন্যদিকে অসম্পূর্ণতাজনিত নৈরাশ্যের মাঝে কল্পজগতে জন্ম নিয়েছে মানস প্রতিমা মানসী। এই কল্পলোকের অধিষ্ঠাত্রী কাব্য রচনার প্রেরণা। কবির জীবনব্যাপী নিজস্ব আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাস আছে তার সূচনা মানসী কাব্যে এবং পরবর্তী কালে এই সাধনা 'সোনার তরীর' যুগ থেকে 'গীতাঞ্জলী'র যুগ অতিক্রম করে পরবর্তী কাব্যে প্রসারিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মানসীর কাব্য ভাবনার মধ্যে প্রচলিত ধর্ম সূত্র বা মতবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুসরণ নেই। কবি তাঁর চার পাশের জীবন অভিজ্ঞতা থেকে কাব্যের বিষয় এবং প্রকাশিত জীবন দর্শনকে খুঁজে পেয়েছেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এঁর ন্যায় মান্য রবীন্দ্র সমালোচকেরা মানসী কাব্য আলোচনার সুবিধার্থে যুক্তি সঙ্গত ভাবে বিষয়বস্তু অনুসারে কতকগুলি পর্যায় ভাগ করে নিয়েছেন। উভয়ের আলোচনার সূত্রে থেকে বর্তমান গবেষণা অনুসন্ধানে সুবিধার্থে মানসীর কবিতাগুলি প্রেম, প্রকৃতি এবং সমকালীন ও দেশীয় ঘটনা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট কবিতা। মানসীর পূর্বে সৃষ্ট কবিতাগুলিতে প্রেম ও প্রকৃতিকে পাওয়া যায়। কিন্তু মানসীতে প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলি গভীরতা এবং প্রকাশ ভঙ্গিমার নব ঐশ্বর্যে অভিনব।

মানসীর কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে একাধারে আছে বিশ্বপ্রকৃতির লীলা অপরদিকে বাংলার প্রকৃতির চির চেনা দৃশ্যপট। 'বর্ষার দিনে', 'বধূ' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে বাঙলার পল্লি প্রকৃতির চির চেনা ছবি ফুটে উঠেছে। 'অহল্যার প্রতি' মহাকাব্যের আখ্যানকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের

দর্শন রচনা করেছেন। মানসীর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে এই কবিতাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কবি অহল্যার আখ্যানের মধ্যে দিয়ে জড় বিশ্বের সঙ্গে বিশেষ মানব সম্পর্কে অনুভব করেছেন। জড় বিশ্বকে চেতনা ও প্রাণের উৎসের সমন্বয় দেখতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালে এই বোধ আরও প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চেতনায়। 'ছিন্নপত্র'(১৮৮৭-১৮৯৫) এর চিঠিগুলিতে এর বিস্তর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। কবি আমাদের চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় মানব সম্পর্ককে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। পশ্চিমের শহর গাজিপুরে প্রকৃতিকে নিবিড় ভাবে চেনা, বাল্যের ঔপনিষদিক চেতনা কবি চিত্তে নতুন ভাবনার দুয়ার খুলে দিচ্ছে। এই চেতনা আরও বিস্তার লাভ করবে শিলাইদহ, সাজাদপুর নদী বক্ষে জমিদারী পরিদর্শন কালে এসে অর্থাৎ 'ছিন্নপত্র' বা 'সোনার তরীর' সময় এসে।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে কিছু স্বদেশ ভাবনা বিষয়ক কিছু কবিতা আছে। যাকে অজিতকুমার চক্রবর্তীর মতো সমালোচক ব্যঙ্গ কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বদেশী সমাজের ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কিছু সময়ের জন্যে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবনার ভিন্নতা আন্দোলনের অসারতাকে প্রত্যক্ষ করে নিজেকে সরিয়ে নেন। 'স্বদেশী সমাজ' (১৩৬৯) প্রবন্ধ গ্রন্থে সমকালীন রাজনীতির রবীন্দ্রনাথের মত বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মানসী কাব্যে 'দুরন্ত আশা, 'দেশের উন্নতি'এবং 'বঙ্গবীর' কবিতার মধ্যে বাঙালির সমকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও সমালোচনা বর্ষিত হয়েছে বিশেষ করে 'বঙ্গবীর'কবিতাটির মধ্যে। এই পর্বে স্বদেশ বিষয়ক কবিতার মধ্যে প্রায় সমস্ত সমালোচকদের মতে শ্রেষ্ঠ কবিতা 'দুরন্ত আশা'। বাঙালির প্রাত্যাহিক জীবনের আলস্য ও অকর্মন্যতাকে তীব্র ব্যঙ্গ দিয়ে শুরু করে উচ্চ লক্ষ্যের জন্য কবি দেশবাসীকে সক্রিয় হওয়ার আহবান করেছেন। বাক্যবাগীশ বাঙালির পরিবর্তে কর্মে আগ্রহী জাতিকে কবি দেখতে চেয়েছেন।

মানসী কাব্য পাঠ করতে হলে পূর্বে যেমন কবিতার বিভাজনের কথা বলা হয়েছে তেমনি কবি জীবনের ১২৯৪ থেকে ১২৯৭ সাল অবধি সময়কালের কতকগুলি ঘটনাক্রমকে বিভাজিত করতে হবে। এর থেকে কবিতার বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে সুবিধা হবে। কবি ১২৯৭ সালের সূচনা লগ্নে দেখি 'শূন্য আকাঙ্ক্ষা' ও 'সিন্ধু তরঙ্গের' মতো গুরুত্বপূর্ণ কবিতা ছাড়া বিশেষ কিছু লিখছেন না। এই মানসিক অবস্থা ১২৯৪ সালের মধ্যভাগ অবধি বিস্তৃত। এই পর্বে বিষয়গত দিক থেকে বেদনা ও আবেগের প্রাবল্য দেখা যায়। ১২৯৪ সালের অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ সপরিবার দার্জিলিং বেড়াতে যান। প্রায় একমাস কাল তিনি দার্জিলিঙে ছিলেন। এই পর্বে তিনি অন্যান্য গান ও সাহিত্য রচনার পাশাপাশি মানসীর বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। এই পর্বে রচিত মানসীর কবিতার মধ্যে প্রেম এবং সেই অনুষঙ্গে বিষাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই কালপর্বে 'নিষ্ফল কামনা', 'গুপ্ত প্রেম', 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি' এর মতো কবিতার দিকে লক্ষ্য করলে প্রেম ও বিষাদের সুরটি অনুভব করা যাবে। ১২৯৪ সালের শেষের দিকে গাজিপুর সহ পশ্চিম ভারত যাত্রা করছেন। এই কাল পর্বে মানসীর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি রচিত হয়েছে। এর মধ্যে গাজিপুরে রবীন্দ্রনাথের অবস্থিতি এবং কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব লাভ কবির জীবনে বিশেষ ঘটনা। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ২৮টি কবিতা লেখেন। এই পর্বে কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে কবির সঙ্গে শিল্পী ও দার্শনিকের মিলন ঘটেছে। মানসী কাব্যগ্রন্থ চরিত্রগত ভাবে রোম্যান্টিক কাব্য এবং এখানে তীব্র আমিত্ব বোধের প্রকাশ পেয়েছে। এই আমিত্ব বা আত্মবোধের উপলব্ধি রোম্যান্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্য।

মানসীর প্রেম বিষয়ক কবিতার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবিতা 'নিষ্ফল কামনা'। উক্ত কবিতার শুরুতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বৃথা এ ক্রন্দন।/ বৃথা এ অনল ভরা দুরন্ত বাসনা! / রবি অস্ত যায়।/ অরণ্যতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।/ সন্ধ্যা-নত আঁখি/ ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।/ বহে কি না বহে/ বিষাদ-বিষাদ শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।/ দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে / চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।/ খুঁজিতেছি, কোথা তুমি, / কোথা তুমি।' একই সঙ্গে কবিতার শেষে এসে দেখছি 'নিবাও বাসনা বহ্নি নয়নের নীরে,/ চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।' আলোচ্য কবিতায় একাধারে প্রকাশ পেয়েছে কামনা বাসনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অপ্রাপ্তির বেদনা সেই সঙ্গে সংযম। এই কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সৌন্দর্য ও ভোগের মিশ্রণে তৈরি হয় তীব্র কামনা। কবি চিত্তের তীব্র বাসনা হল বেদনার উৎস। প্রেমের দুর্জয় শক্তি দ্বারা বাসনা বা ভোগ প্রবৃত্তিকে জয় করতে চান। সৌন্দর্যের উপাসক কবি, তিনি প্রেম ও ভোগের মাঝে সমন্বয় ঘটাতে চান। কিন্তু কবি হৃদয় যখন সেখানে অসফল হয় তখন সেখানে বেদনার উৎপত্তি হয়। এই প্রেম ও বেদনার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের প্রকাশ হল গীতিকবিতার প্রাণ। এই আবেগের প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতার শিল্প ধর্মকে নষ্ট করেননি। যদিও মোহিতলালের মতো কবি সমালোচক Quiller Couch এর প্রেমের উদ্ধৃতি বা লিও স্টলস্তেয়য়ের আনা কারেনিনা থেকে উদাহরণ এনে বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এখানে যে প্রেমের কথা বলতে চাইছেন তা মোহকর এবং ধ্বংসধর্মী। একথা সমর্থন যোগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথে ঔপনিষদিক চিন্তা কখনো ধ্বংসের বিলয় হতে পারে না। তিনি আশাবাদী সেকারণে রোমান্টিকের মতো 'তবু' কবিতায় বলেছেন 'তবু মনে রেখো, যদি মনে পড়ে আর/ আঁখি প্রান্তে দেখা নাই দেয় অশ্রুধার।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে এই কবিতাটির সংযোজন ও পরিমার্জন করে সঙ্গীতের রূপ দেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রেম চেতনা কোন ভাবেই ধংসধর্মী বা মানবতা বিরোধী আত্মধর্মী নয়। প্রেমের বিচিত্র ভাবের মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন না। তাই 'মরণস্বপ্ন' কবিতায় বলতে শোনা যায় 'নয়ন মেলিনু সেই বহিছে জাহ্নবি;/ পশ্চিমে গৃহের মুখে চলেছে তরণী।/ তীরে কুটিরের তলে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলে,/ শূন্যে চাঁদ সুধা মুখচ্ছবি।/ সুপ্ত জীব কোলে লয়ে জাগ্রত ধরণী।' মানুষের অন্তরের চিরন্তন বিরহ সত্য; সেই সত্যের কাব্যিক রূপ মানসীর কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্র সমালোচক কাজী আব্দুল ওদুদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন 'এই কবিতার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে বাসনার উদগ্রতা আর তার অসাধারণ সংযমন। এমন সৌভাগ্য মানুষের কদাচিৎ ঘটে। গ্যেটের মতে আত্মজয় অতি কঠিন ব্যাপার, মানুষের সজাগ ইচ্ছাশক্তি যেন তার জন্য যথেষ্ট নয়, এব্যপারে যাঁদের সিদ্ধি লাভ ঘটে তাঁদের বলা যেতে পারে দৈবানুগৃহীত।' (কাজি আব্দুল ওদুদ, ৯০)। মানসীর কবিতা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে প্রেম ইন্দ্রিয়জ সেই প্রেমকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ তাকে অসীমের সম্পদ করে তুলতে চাইছেন। রবীন্দ্রনাথ 'পুরুষের উক্তি' কবিতায় বলতে চেয়েছেন 'তেমনি সভয়ে প্রাণ মোর/ তুলিতে যাইত কত বার/ একান্ত নিকটে গিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে-/ মধুর রহস্যময় সৌন্দর্য তোমার'। এখানে রবীন্দ্রনাথ লোকাতীত প্রেমের কথা বলেছেন। যদিও সংযমের সঙ্গে বাস্তব রক্তমাংসের কামনাকে অস্বীকার করেননি। এই কবিতার শেষে এসে কবির আকুতি 'প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা, / চেয়ো না চেয়ো না তবে আর। এসো থাকি গৃহ কোণে,/ দেবতার তরে থাক পুষ্প-অর্ঘ্যভার'। প্রাথমিক ভাবে এখান থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় প্রেম নিয়ে রবীন্দ্রচিত্তে প্রবলভাবে দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল। এই ক্রিয়া কোনোভাবেই শুধু আইডিয়ালের স্তরে ক্রিয়াশীল নয়। অনেক সমালোচক পাশ্চাত্যের রোম্যান্টিক কবি জন ডানের কবিতার মতো রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেমের আইডিয়ার মধ্যে Metaphysical তত্ত্বের অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মানসীর কবিতাগুলি রচনার কালে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন। রোম্যান্টিকদের কবিতার সঙ্গে সম্যক পরিচয় লাভ করেছিলেন এবিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু মানসীর কবিতার মধ্যে পাশ্চাত্যের ঢঙের Metaphysical তত্ত্বের সরাসরি প্রভাব নেই। বরঞ্চ মানসীর প্রেমমূলক কবিতাগুলির মধ্যে মধ্যে রবার্ট বার্নস দূরাগত প্রভাব আছে। মানসীর 'গুপ্তপ্রেম' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন 'তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাইনি তারে,/ নীরব থাকে তাই রসনা।/ মুখে সে চায়ে যত নয়ন করি নত,/ গোপনে মরে কত বাসনা।' এরসঙ্গে রবার্ট বার্নসের 'A Red Red Rose', 'Ae Fond Kiss' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে প্রেম চেতনা এবং আবেগের তীব্রতার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যাবে। যদিও বার্নসের

ব্যক্তি মানুষের প্রতি আগ্রহ সেখানে রবীন্দ্রনাথ কবিতায় ক্রমশ ব্যক্তি মানুষকে অতিক্রম করে মানুষের প্রেম বিষয়ে জটিল অনুভূতি এবং আধ্যাত্মাতিকতার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের মতো রবীন্দ্র সমালোচক রবীন্দ্রনাথের প্রেম কবিতায় দার্শনিকতার অনুষঙ্গে রবার্ট বার্নসের সঙ্গে তুলনায় আপত্তি করেছেন। কিন্তু 'অপেক্ষা' অথবা 'মানসিক অভিসারের' মতো কবিতায় প্রেমের যে তীব্রতা এবং আকাঙ্খা প্রকাশিত হয়েছে তা বার্নসের কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। পাশ্চাত্যের রোম্যান্টিকদের গীতিকবিদের প্রভাব অস্বীকার না করেও বলা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম চেতনার মধ্যে কালিদাস, জয়দেব এবং বৈষ্ণব কবিদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতিতে' এর পরিচয় পাওয়া যাবে। এই পর্বে আশুতোষ চৌধুরীকে ১৮৯৭ সালের ১৭ই মাঘের লেখা চিঠিতে বলেছেন 'এখন এক একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করচে, আর একটা আমাকে কিছুতেই বিশ্রাম করতে দিচ্চে না। আমার ভারতবর্ষীয় শ্রান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করচে। সেই জন্য একদিকে বেদনা একদিকে বৈরাগ্য। ... একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশ হিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি, আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্য সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটি নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য।' (জগদীশ ভট্টাচার্য,২২)। কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে মানসী রবীন্দ্রনাথের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রোম্যান্টিক আবেগ ও বিষাদ মিলে জড় জীবনের প্রতি আকূতি প্রকাশ পেয়েছে।

মানসী কাব্য গ্রন্থে অনেকগুলি কবিতাতে প্রেমের বহুবর্ণের বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের কথায় 'মানসী কাব্যের অনেকগুলি কবিতাতে প্রেমের নানা অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং এই অভিজ্ঞতার মধ্যেও মানসী যুগের মূল উপলব্ধি পরিস্ফুট হইয়াছে।' (অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ৪৮)। যদি তুলনামূলক আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে পূর্ববর্তী 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের তুলনায় ভিন্ন রকমের। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে প্রেমে হৃদয়ের আবেগের উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য দেখা যায়। কিন্ত মানসীতে প্রেমের মহা রহস্যের প্রকৃতিকে বুঝবার জন্য আকূল যা গীতিকাব্যের ধর্ম মেনে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বলা চলে। এই বোঝবার প্রক্রিয়ায় কবি চিত্তের কোন উন্মদনা নেই বরঞ্চ আবেগের মধ্যে শৈল্পিক সংহতি লক্ষ করা যায়। তবে রবীন্দ্রনাথ এখানে গীতিকবিতার ধর্ম ভ্রষ্ট না করে কবিতার অন্দরে প্রেম বিষয়ক কোন তত্ত্ব খাড়া করেননি। আলোচনার সূত্রে যদি 'নারীর উক্তি' কবিতাটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সেখানে কবি বলছেন 'তোমারি সে ভালোবাসা দিয়ে/ বুঝেছি আজি এ ভালোবাসা- / আজি এই দৃষ্টি হাসি, এ আদর রাশি রাশি,/ এই দূরে চলে যাওয়া, এই কাছে আসা। ..... বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে/ তবু কি বুঝিতে পার না?/ তর্কেতে বুঝিবে তা কি! এই মুছিলাম আঁখি- / এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভৎসনা।' প্রেমিকের প্রণয় প্রপ্তির মধ্যে নারীর ঐশ্বর্য। প্রেমিকের প্রতি আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে নারী প্রেমকে অনুভব করতে পারেন। আর একটি জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় কবি মনে করেছেন প্রেমে সহজলভ্যতার মধ্য দিয়ে কলুষতা প্রবেশ করতে পারে। অপ্রাপ্তি ও দুর্লভতায় প্রেম চিরন্তন হয়ে থাকে। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এজাতীয় প্রেমের ধারণা আছে। এই কবিতা রচনার ক্ষেত্রে পদাবলীর প্রভাব পূর্ব থেকে সক্রিয় ছিল কিনা বলা না গেলেও কবি চিত্তের অকৃত্রিম তীব্র অনুভব যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাতে এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। মানব চিত্তে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির অনুভূতির সামগ্রিকতার সূত্রে কবি প্রেমের স্বরূপকে বোঝাতে চান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একে বলা চলে 'কাব্য সত্য'। যদি উক্ত কাব্যগ্রন্থের 'মানসিক অভিসার' কবিতার দিকে লক্ষ করা যায় তাহলে দেখা যাবে কবির মানসী একটা আইডিয়া মাত্র। মানসীর মধ্যে পরবর্তী কালের জীবন দেবতার সূত্র বা উৎসকে খুঁজে পাওয়া যায়। কেবলই তার মানসলোকে অবস্থান। কবি বলেছেন 'ত্যাজি তার তনু খানি কোমল হৃদয়/ বাহির হয়েছে যেন দীর্ঘ অভিসারে;/ সম্মুখে অপার ধরা কঠিন নিদয়,/ একাকিনী দাঁড়ায়েছে তাহারি মাঝারে।' কবি এখনে তাঁর মানস প্রতিমার সঙ্গে অভিসারে অগ্রবর্তী হয়েছেন। কবি তাঁর মানস প্রতিমার সঙ্গে চিন্তা তরঙ্গের একই স্তরে পৌছতে চাইছেন। মানসী কাব্যের প্রেম বিষয়ক কবিতার মধ্যে 'বধূ' কবিতাটি ভিন্ন রকমের। কবি মানসলোকের আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে বাস্তবের মাটিতে নজর ফেলেছেন। মর্ত্যের মানুষের একাকীত্ব বিরহ কবি চিত্তকে ব্যাকুলিত করেছে। কবি উক্ত কবিতায় লিখেছেন 'সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।/ কেমন করে কাটে সারাটা বেলা!/ ইটের' পরে ইট, মাঝে মানুষ-কীট;/ নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।' এই কবিতার যথার্থ আলোচনা করে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবিরশ্মি' গ্রন্থে বলেছেন 'এই কবিতায় পল্লী প্রকৃতির ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্না নগরবাসিনী একটি বধূর মনের পল্লী-স্মৃতির অতি সুললিত ভাষায় ও বিষাদময় ছন্দে করুণ ভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। পল্লী সৌন্দর্যের এবং আত্মীয়তার ক্ষেত্র হতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরের মেয়েকে বন্দি করার এবং নির্মম কঠোর সমালোচনা করার প্রতিবাদ এই কবিতা। একদিকে পল্লী প্রকৃতির মমতা ও অন্যদিকে নাগরিক জীবনের রূঢ়তা দেখাইয়া, পল্লী ও নগরের চিত্র পাশাপাশি করিয়া, কবি পল্লীর সহজ অনাড়ম্বর প্রাকৃতিক জীবনের শ্রেষ্ঠতা ও নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন'(চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,২০৯)। আর একটি কবিতা 'বঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ', এখানে কবি বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। বাঙালি সমাজের অসংগত রীতির কারণে আট বছরের স্ত্রীর কাছে পুঁথি পড়া তরুণ যুবার হৃদয়ের প্রেমের প্রতিদানের তীব্র আকাঙ্খা হাস্যাস্পদে পরিণত হয়েছে।

মানসীর প্রেম পর্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা হল 'সুরদাসের প্রার্থনা' এবং 'মেঘদূত'। এই দুটি কবিতা নিয়ে রবীন্দ্র কাব্য আলোচকেরা প্রভূত আলোচনা করেছেন। কারণ রবীন্দ্র কবিতার ইতিহাসে এই কবিতা দুটির বিশেষ স্থান আছে। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় কবি ভোগ বাসনাকে অতিক্রম করে মোহহীন প্রেমের জগতে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। হিন্দি 'ভক্তমাল' গ্রন্থের অন্ধ চরিত্র সুরদসের চরিত্রকে অবলম্বন করে একাধারে কামনা অন্যধারে ভোগের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। সুরদাস ছিলেন জন্মান্ধ অথবা রূপকার্থে অন্ধ। রূপকার্থে বলার কারণ সুরদাস হয়তো পার্থিব বা বস্তুগত রূপ দর্শনে নিঃস্পৃহ ছিলেন। তিনি সেই রূপকে উপভোগ করতে চান যা শারীরিক কামনা ব্যতীত বা অতীন্দ্রিয়। যাকে বস্তুগত ভোগের তুচ্ছ গ্লানি স্পর্শ করতে পারে না। রবীন্দ্র সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থভাবে বলেছেন 'সুরদাসের প্রার্থনা' বা 'আঁখির অপরাধ' (তদেব, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯১) কবিতা সম্পর্কে। যদিও 'চয়নিকার'মধ্যে 'আঁখির অপরাধ'নামে কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এই নাম সংশয়ের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় ইন্দ্রিয়জাত প্রেম অপেক্ষা 'আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা' থেকে উত্তীর্ণ হয়ে 'দেহহীন তব জ্যোতি' অথবা 'তোমায় হেরিব আমার দেবতা'তে পৌঁছেতে চান। এখানে সুরদাসের আখ্যানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের, গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের প্রেম চেতনা ব্যক্ত হচ্ছে। যা অবশ্যই শেলি, কিট্স, কোলরিচ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ রোম্যান্টিকদের কাব্য ভাবনার অথবা প্রেমের আর্তির সঙ্গে তুলনীয়। কবি এখানে রোম্যান্টিকের ধর্ম মেনে পুরো মাত্রায় individualistic বা তীব্র ব্যক্তি স্বতন্ত্র-বাদী। যদিও রবীন্দ্র সমালোচকেরা মনে করেন পাশ্চাত্যের রোম্যান্টিকদের মতন subjective individualism নেই। 'কড়ি ও কোমল' পর্ব থেকে থেকেই ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে একেবারেই নিজের মতো পথের অন্বেষণ করছেন। তিনি কোন শাস্ত্র বা মার্গের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন কিন্তু শাস্ত্রীদের মতন পুঁথি মিলিয়ে যথাযথ পথ মেনে চলেননি। কারণ রবীন্দ্রনাথ সর্বদা প্রকাশের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য চেতনা ও নান্দনিক বোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আমাদের মগ্ন চৈতন্যের গভীরে যখন কোন বোধ ক্রিয়াশীল থাকে তখন একধরণের মানসিক আচ্ছন্নতা তৈরি হয়। এই অবস্থায় অবচেতনে এবং অর্ধ-চেতনে ভিন্ন ভিন্ন এবং বিচিত্র অনুভূতি তৈরি হতে থাকে। স্রষ্টা প্রকাশের বেদনা এবং তাড়নায় সৃজন করেন। শ্রী অজিতকুমার চক্রবর্তীর ভাষায় বলতে গেলে সেই কারনে মানসীর প্রেমমূলক কবিতাগুলির প্রেমের

বিচিত্র স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে এই প্রেমের অপর পিঠে ওতপ্রোত ভাবে আছে নৈরাশ্যের গভীর বাণী। এখনেই আধ্যাত্মিকতা ও প্রেমের স্বরূপের সূত্র রয়েছে। মানসীর প্রেমমূলক কবিতাগুলির সমালোচনা করতে গিয়ে একথা বলা যাবে না যে একই ভাবের পুনরাবৃত্ত হয়েছে। বরঞ্চ প্রেম সম্বন্ধে খণ্ড খণ্ড ভাব মিলে একটা দার্শনিক বোধ তৈরি করেছে। যার পরিচয় মানসীর সমকালীন লেখা পত্রে বিশেষ করে চিঠি পত্রে ছড়িয়ে আছে। এই পর্বে লেখা 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮), 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯), মানসীর শেষ কবিতা ও কাব্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা দীর্ঘ পত্রের (১৮৯১) মধ্যে মানসীর যুগে যে প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুভব চলছিল তাঁর পরিচয় পাওয়া যাবে। এটাকে কবি জীবনের একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পাঠক বা সমালোচক কাব্য পাঠের পর কবির সমান বা ভিন্নতর উপলব্ধিতে অবস্থান করতে পারেন। কিন্তু কবি যখন উক্ত মানসিক অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নিরপেক্ষ অবস্থা থেকে কবিতার আলোচনা করেন বা তাঁর বৃত্তে অবস্থিত সমালোচকের সমালোচনাকে অনুমোদন করেন তখন কাব্যের নিরপেক্ষ বিচারের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্র কবিতা সমালোচনার ক্ষেত্রে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথই নিজের কাব্যের সবচেয়ে বড় সমালোচক। তিনি অজিত কুমার চক্রবর্তীর মতো সমালোচকদের প্রভাবিত এবং অনুমোদন করেছেন। সেই সমালোচনাগুলিকে সমীক্ষা বা পর্যালোচনা করে এই গবেষণা সন্দর্ভে মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানর চেষ্টা করা হচ্ছে।

অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন ""মানসীর" প্রেমের কবিতাগুলিতে যদিচ প্রেমের জীবনের খুব গভীরতার পরিচয় আছে, যে প্রেম আপনার জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা বলিবার জন্য ব্যকুল, যে প্রেম ধ্যান নেত্রে "যতদূর হেরি দিক দিগন্ত একাকার, যে প্রেম আপনাকে জন্মজন্মান্তরে অনন্ত বলিয়া জানে-তথাপি সে প্রেম যে জীবনের সব নয়। তাহাকে যে চঞ্চল করিয়া তোলা করিয়া তোলা চলে না, এমন একটা ভাব মানসীর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে বারংবার প্রকাশ পাইয়াছে।" (অজিতকুমার চক্রবর্তী, ২৮)। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রচনা ও চিঠিপত্রের মধ্যে অজিতকুমার চক্রবর্তীর বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরী কথিত 'despair' এবং 'resignation'' এবং 'resignation' দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মানসীর কবিতা ব্যাখ্যা করা যাবে না। প্রমথ চৌধুরী যদি পশ্চিমের গীতিকবিদের কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিচার করতে চান তাহলে বলতে হবে পাশ্চাত্য রোম্যান্টিকদের মধ্যে রবার্ট ব্রাউনিং বা ডরথি পার্কারের কবিতায় যে বিশুদ্ধ 'despair','resignation' এবং মেলানকলি আছে তা রবীন্দ্রনাথের মানসীর কবিতায় নেই। মানসীর কবিতায় সর্বত্র পলায়নী মনোভাব আছে একথা বলা চলে না। মানসীতে 'উচ্ছৃঙ্খল', 'মায়া' এবং 'আগন্তুক' নৈরাশ্যের কবিতা আছে। এই কবিতাগুলির উৎস মূলে আছে রোম্যান্টিকের তীব্র ব্যক্তি স্বতন্ত্র-বোধ ও অতৃপ্তি হেতু বেদনা। পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা যায়। প্রেমের গভীরতর প্রদেশে কবি প্রবেশের জন্য ব্যাকুল হলেও কোথাও নৈতিকতা এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা তথা মর্ত্য সীমা থেকে বিচ্যুত হননি। যদিও 'কড়ি ও কোমলের' মতো তুলনামূলক ভাবে বাস্তবের স্থূলতা নেই। মানসীতে গীতি কবিতার ধর্মকে স্পর্শ করেও সম্পূর্ণরূপে অলৌকিকের গূঢ়বাদকে স্পর্শ করতে পারেননি। আগামীর জীবন দেবতার ইঙ্গিত মানসীর কবিতার মধ্যে অস্পষ্ট হলেও কিছুটা আছে। প্রেম ও বিশ্ব প্রকৃতিকে প্রকাশ করার ভঙ্গিমার মধ্যে দিয়ে আগামী দিনে তাঁর প্রবল কবিত্ব শক্তির ইঙ্গিত রেখেছেন। মানসীর কবিতাগুলি কাব্য শাস্ত্রীদের ভাষায় অবশ্যই হৃদয় সংবেদী। রবীন্দ্র কাব্য ধারায় অবশ্যই মানসীর একটি বিশেষ স্থান থাকবে।।

## REFERENCES


ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী(প্রথম খণ্ড), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, সার্ধশতজন্মবর্ষ সংস্করণ, কলকাতা, ২০১১।

ওদুদ, কাজি আব্দুল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (প্রথম খণ্ড), ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২।

ভট্টাচার্য, জগদীশ, রবীন্দ্রকবিতাশতক (তিন দশক), ভারবি, কলকাতা, অখণ্ড সংস্করণ পুনঃমুদ্রণ, ২০১১।

মুখোপাধ্যায়, অমুল্যধন, রবীন্দ্রনাথের "মানসী", প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র, রবি-রশ্মি(পূর্ব ভাগে), এ. মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৬৭।

চক্রবর্তী, অজিতকুমার, রবীন্দ্রনাথ(কাব্যগ্রন্থ -পাঠের ভূমিকা), ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা,পৌষ, ১৩১৯।

Thakur, Rabindranath. *Rabindra-Rachanabali*. Vol. 1, Government of West Bengal, Department of Information and Culture, Sesquicentennial Birth Anniversary Edition, Kolkata, 2011.

Odud, Kazi Abdul. *Kaviguru Rabindranath*. Vol. 1, Indian Associated Publishing Company Pvt. Ltd., Kolkata, 1st ed., Jaistha 1362 [May–June 1955].

Bhattacharya, Jagadish. *Rabindra-Kabita-Shatak (Teen Doshok)*. Bharabi, Kolkata, Complete Edition, reprinted, 2011.

Mukhopadhyay, Amulyadhan. *Rabindranather "Manasi"*. 1st Dey's Edition, Kolkata, Jaistha 1368 [May–June 1961].

Bandyopadhyay, Charuchandra. *Rabi-Rashmi (Purva Bhage)*. A. Mukherjee & Co., Kolkata, Revised 5th ed., 1367 [1960].

Chakraborty, Ajitkumar. *Rabindranath (Kabyagrantha - Pather Bhumika)*. Indian Publishing House, Kolkata, Poush 1319 [Dec 1912 – Jan 1913].